গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
খুলনা
www.dss.khulnadiv.gov.bd

"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত খুলনা বিভাগীয় কমিটি" এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : **জনাব মোঃ মোখতার আহমেদ,** বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।

তারিখ ও সময় : ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ বেলা: ১১:১৫ মিনিট।

সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা এঁর সম্মেলন কক্ষ।

সভার মাধ্যম : Zoom Cloud Meeting App

সভার প্রারম্ভে সভাপতি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও অগ্রগতি নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়ীকরণ	সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক, বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা বিগত সভার কার্যবিবরণী এবং আজকের সভার কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর তিনি গত ৩০/০৯/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান।	কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ
০২	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন	খুলনা বিভাগে সকল উপজেলায় কমিটি গঠন এবং সভা অনুষ্ঠান নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে খুলনা বিভাগের জেলা সমূহের সকল উপজেলায় উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে মর্মে জানা যায়।	সকল উপজেলায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী যথাযথ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), খুলনা বিভাগ
০৩	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ে জেলা কমিটি গঠন এবং সভা অনুষ্ঠান	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী খুলনা বিভাগের সকল জেলায় জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে মর্মে আলোচনা হয়।	সকল জেলায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটির নিয়মিত সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ ও উপরিচালক (সকল), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা বিভাগ
০৪	উপজেলা ও জেলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজনের বিষয়টি মনিটরিং করা	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা ও জেলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজনের বিষয়টি মনিটরিং এর বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে জানা যায়, বিগত তিন মাসে অনুষ্ঠিত জেলা কমিটির সভার মধ্যে খুলনা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। বাগেরহাট, যশোর, নড়াইল ও ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। যে সকল জেলা হতে কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি সেসকল জেলা	১) উপজেলা ও জেলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজনের বিষয়টি মনিটরিংপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। ২) জেলা কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন পূর্বক অনুষ্ঠিত সভার	জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ ও উপরিচালক (সকল), জেলা

		প্রশাসকগণ যথাসময়ে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করবেন মর্মে আলোচনা হয়।	কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।	সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা বিভাগ
০৫	এসডিজির গৃহীত ৩৯টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন	এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের অন্তর্গত ২৩২টি সূচকের মধ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ৩৯টি এবং স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত ০১ টি মোট ৪০টি লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত উক্ত ৩৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সংগতিপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।দপ্তরসমূহকে, কোন সূচক নিয়ে কাজ করছেন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অগ্রগতির হার কত তা উল্লেখ করে প্রতিবেদন দেবার জন্য সভাপতি মহোদয় সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল জেলা এবং উপজেলায় মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ৩৯টি লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনায় সূচকের নাম, ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিতভাবে প্রেরণ করবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ ও উপরিচালক (সকল), জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনা বিভাগ
		বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নঃ **ক) খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনার** এর কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন হতে জানা যায়ঃ- **কর্মপরিকল্পনা**-সরকার ঘোষিত ৩৯টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৫, ৬, ৭, ১৮ ও ২৪ নং ক্রমিক বাস্তবায়নে কাজ করছে। কর্মপরিকল্পনা সমূহ হলোঃ- ৫) প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার ১২% এ নামিয়ে আনা। ৬) প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ২৫% এ নামিয়ে আনা। ৭) প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার ৭০% এ নামিয়ে আনা। ১৮) নিরাপদ স্যানিটেশন সুবিধাভোগী জনসংখ্যা শতভাগে উন্নীত করা। ২৪) শতভাগ পাকা সড়ক নিশ্চিত করা। **বাস্তবায়ন প্রতিবেদন-** SDGs এর ইন্ডিকেটর ৩.১.১, ৩.২.১, ৩.২.২ নং সুচক নিয়ে কাজ করছে। সিটি কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীন আধাপাকা-কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পাকা রাস্তাসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের হালনাগাদ তথ্যমতেঃ ০১- (ক) ইপিআই কার্যক্রমে টিকা প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা-১৪,৫৮৪ জন। (খ) টিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (গর্ভবতী)-৫,৩৮১ জন। (গ) টিটি টিকা প্রাপ্ত মহিলা (১৫-৪৯ বছর)-১৮,২৪৪ জন। ০২- ৩৬,১১০ জন রোগীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে। ০৩- জাতীয় ভিটামিন ''এ'' প্লাস ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় ৬-৫৯ মাস বয়সী ১,২১,৪৩৬ জন শিশুকে ভিটামিন ''এ'' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। ০৪- HPV ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় ১০-১৪ বছর বয়সী ২৫,০৬৯ জন ছাত্রীকে জরায়ু ক্যান্সার প্রতিষেধক টিকা দেয়া হয়েছে। ০৫- TCV ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় ০৯ মাস – ১৫ বছরের কম বয়সী ১,৬৫,১৬১ জন শিশুকে টাইফয়েড জ্বরের প্রতিসেধক টিকা দেয়া হয়েছে।	ক) ইপিআই কার্যক্রম, ভিটামিন ক্যাম্পেইন এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। নগরবাসীর জন্য নিরাপদ, সহজলভ্য, কার্যকর স্যানিটেশন কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের আভ্যন্তরীন আধাপাকা-কাঁচা রাস্তা পাকা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ পাকা রাস্তাসমূহ দ্রুত সংস্কার/পুন:নির্মাণ করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কেসিসি, খুলনা।

		খ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়ঃ (১) (ক) অধিদপ্তরের চলমান ০৪টি প্রকল্পের মধ্যমে টেকসই পানির উৎস স্থাপন ও পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নির্মাণ কাজ চলমান আছে। যা দ্বারা ২০৩০ সালের মধ্যে পানি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ ১০০% এ উন্নীত করা সম্ভব হবে। ২) ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি ৫০ জনে একটি করে নিরাপদ খাবার পানি উৎস স্থাপনের কাজ চলমান আছে। ৩) সেপ্টেম্বর/২৫ সালের মধ্যে ৫২,৭৪০টি RWHS, ১৮টি আর্সেনিক আয়রন রিমুভাল প্লান্ট, ১টি সোলার পিএসএফ স্থাপন কাজ চলমান।এছাড়া অধিদপ্তরের ০২টি সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় ৩৪৭টি পুকুর পূণঃখনন করা হয়েছে ফলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪) আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন, ৭২৩টি মিনি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই (১০টি পরিবারের জন্য) এবং ৭৬টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই (৩০০-৩৫০টি পরিবারের জন্য) স্কীমের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করার কাজ চলমান আছে। সদস্য সচিব জানান যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	(খ) গৃহীত অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নে সময় উল্লেখসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা
		গ) পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনার কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুযায়ী সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ ১) রোগ প্রতিরোধে ১৭,৯৬,৬৬৫টি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়েছে। ২) ৭,০১,৪৪৩টি রোগাক্রান্ত গবাদিপশু, ৩৮,৪৯,৭৪৩টি হাঁস-মুরগি ও ৮,৪১৭টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৩) গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে ২,০৪,৮৪৪টি গাভী ও বকনাকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে এবং ৯৫,২০৮টি বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। ৪) গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১,৫১৬টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে। ৫) প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৮,১৫৫ জন কৃষক/খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৬) মাংস উৎপাদনে মোট ১৮,২৫,৩১২টি গবাদিপশু জবাই করা হয়েছে এবং ১৮,২২,৫৭৯টি চামড়া পাওয়া গেছে। ৭) গো-খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধিতে সরকারী ও বে-সরকারী জমিতে প্রায় ৮৭৪.৫৬ একর জমিতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৮) গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধানে ৩,৪৩৬ টি নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। ৯) ৫৬৮ টি ডিজিজ সার্ভিলেন্স এবং ৩৮২ টি ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ১০) ৪৪৬৯ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারী পরিদর্শন করা হয়েছে। ১১) ৪৬১ টি গবাদিপশুর খামার ও ২১৮টি হাঁস-মুরগির খামার রেজিষ্ট্রেশন করা হয়েছে। ১২) বিভিন্ন আইন বাস্তবায়নে ৬৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। ১৩) ৬৯৮৫৪১ মে:টন দুধ, ৩৮২১৮৯ মে:টন মাংস এবং	গ) খামারিদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা

		১৪৬.৩০ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়েছে। ১৪) দেশব্যাপী বিনামূল্যে ছাগল ও ভেড়াকে পিপিআর টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। খুলনা বিভাগে এ পর্যন্ত ২য় পর্যায়ে মোট ১১,৭৩,৯০০ মাত্রা পিপিআর টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৫) খুলনা বিভাগে এ পর্যন্ত মোট ১,৭৫,৯৬০ মাত্রা এলএসডি টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। **(ঘ) সচিব, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা প্রতিবেদন হতে জানা যায়,** তার কার্যালয় হতে SDGs এর ১১.১.১, ১১.৩.১, ১১.৩.২, ১১.ক.১, ১১.৭.১, নং সূচক নিয়ে কাজ করছে। (১১.১.১) অর্জনের লক্ষ্যে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ খুলনা শহরের জনগনের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী বাসস্থান প্রদান করতে ময়ূরী আবাসিক এলাকা নামে সম্প্রতি একটি আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত প্রকল্পে ৬৭৩টি প্লট রয়েছে যা ইতিমধ্যে প্লট বরাদ্দ গ্রহিতাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। খুলনা শহরের স্বল্প আয়ের লোকদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ময়ূরী আবাসিক এলাকাতে প্রকল্পটির মোট প্লটের ৭.৪৫% প্লট স্বল্প আয়ের লোকেদেরকে যৌথভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। খুলনা শহরের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য হরিণটানায় ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১১.৩.১ অর্জনের লক্ষ্যে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 'খুলনা মাস্টার প্ল্যান-২০০১' খুলনা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (মংলা)-২০১৪ ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-২০১৮ প্রনয়ন করেছে। কৃষি জমি রক্ষার্থে ও অন্তর্ভূক্তমূলক টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করতে ''বিদ্যমান খুলনা ড্যাপ এরিয়ার বাইরের এলাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রনয়ন'' নামক নতুন মহাপরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ১১.৩.২ অর্জনের লক্ষ্যে নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে সকল ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে পরিকল্পনা চূড়ান্তকরনের সকল পর্যায়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সাথে নিয়মিত মত বিনিময় করা হয়। প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় ও জনসাধারনের সাথে মত বিনিময় সভা করা হয়। সূচক ১১.ক.১ অর্জনের উদ্দেশ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সম্পর্কগুলোর মাঝে ইতিবাচক সহায়তা দেয়ার জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মোংলা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর বন্দর। পাশাপাশি পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের কারণে মোংলা বন্দরের জাতীয় ও অন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্দর নগরী মোংলা ও তার আশেপাশের এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য খুলনা মেট্রোপলিটন ডিভেলপমেন্ট প্ল্যান (মোংলা) ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই খুলনা মেট্রোপলিটন ডিভেলপমেন্ট প্ল্যান (মোংলা) এর হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। ১১.৭.১ অর্জনের উদ্দেশ্যে খুলনা শহরের সর্বস্তরের জনসাধারণের জণ্য উন্মুক্ত স্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'স্বাধীনতা স্কয়ার নির্মাণ' ও খুলনা শহরের নিরালা থেকে শিপইয়ার্ড এবং হরিণটানা থেকে সিটি	(ঘ) গৃহীত অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	সচিব, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা

		বাইপাস সড়ক পর্যন্ত নতুন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ২টির ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, কেডিএ আউটার বাইপাস সড়ক হতে খুলনা সিটি বাইপাস সড়ক পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ' প্রকল্প ২টির ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।		
		(ঙ) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, SDGs এর সূচকসমূহ বাস্তবায়নে পুষ্টি প্রবণ এলাকার পাশাপাশি অপুষ্টি প্রবণ এলাকায় নিরাপদ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন, পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে গুনগত মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। টেকসই কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়। সদস্য সচিব জানান যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	ঙ) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা
		(চ) খুলনা ওয়াসার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.১, ৬.২, ৬.৩ এবং ৬.৪ সূচক অনুযায়ী নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাবায়নঃ (১) G.O.B এবং জাইকার অর্থায়নে ২,৫৫,৪৯,১৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প" এর মাধ্যমে ৬৫০ কি.মি পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন এবং ১১০ এমএলডি (১১ কোটি লিটার) ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করে খুলনা শহরে পানি সরবরাহের কভারেজ ৮০% এ উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে পানির সংযোগ ৩৮২৯০টি। পানির অপচয় রোধ ও ব্যবহার অনুযায়ী বিল নির্ধারণে ৯৯% পানির সংযোগে ফ্লো মিটার স্থাপন করা হয়েছে। জুলাই/২০১৯ হতে ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের অনুপাত বর্তমানে ৬৫% এ উন্নীত করা হয়েছে। (২) মহানগরীতে বিভিন্ন স্থানে ৭টি Distribution reservoir এবং ১০টি Overhead tanks স্থাপন করা হয়েছে। (৩) খুলনা মহানগরীতে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব পয়ঃনিস্কাষন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ মেয়াদে ২৩৩৪.১৪ কোটি টাকার 'খুলনা পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়ন কাজ চলমান। এছাড়া ২২৭.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'খুলনা শহরে সংকটকালীন জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়েছে। সদস্য সচিব জানান যে, খুলনা ওয়াসা কর্তৃক গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	(চ) ১০০% নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং যথাসময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা,ওয়াসা
		(ছ) যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা জানান, তার দপ্তর টেকসই উন্নয়ন এর ১.১.১, ২.২.১, ৫.১.১, ৫.৫.২ নং সূচক বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১.১-ক) ১) ৪৯৫০ জন পুরুষ ও ৩৩০০ জন নারীকে বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। ১.১-খ) প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ীদের ১২৪২৫.৬৫ লক্ষ টাকা	(ছ) গৃহীত অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা

ঋণ বিতরণ করা হবে।
১.১-গ) ২৩২ জন পুরুষ ও ২৭৩ জন নারী সমবায়ীদের বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
২.১-ক) সমবায় সমিতির মাধ্যমে দুধ, মাছ, মাংস, মধুসহ অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন কমপক্ষে ১০% বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
৫.১-ক) নতুন মহিলা সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান; সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।
৫.৫-খ) সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের আইন প্রণয়ন কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

(জ) উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, খুলনা অঞ্চল এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, SDGs বাস্তবায়নের জন্য কৈশোরকালীন পুষ্টি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ছাত্রীদের ফলিক এসিড খাওয়ানো, শিক্ষার্থীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয় আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান।

জেলা	খাওয়ানো IFA সংখ্যা	সুপেয় পানির ব্যবস্থাকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
চুয়াডাঙ্গা	৪৫৩৩২৪০	১৫১	১৮২
মেহেরপুর	৫৫৭১৮০	১৪২	১৪২
খুলনা	১৫৩৫৫০০	৪২১	৪৩৪
যশোর	১০৫৮৮২৬	৭৭৮	৮২৮
ঝিনাইদহ	৪১৯৫৭৯	৩৯৭	৪৩১
নড়াইল	৮৭১১৯৬	১৮১	২১১
মাগুরা	১০৫০০০০	১৫১	১৭৬
বাগেরহাট	৩৫৮৩২	৫১০	৫৩৭
কুষ্টিয়া	৭৬০০৭৩	৩৯৭	৪৪৬
সাতক্ষীরা	২৫৬১১৫	২৩০	৩২২
	১,১০,৭৭,৫৪১	৩,৩৫৮	৩,৭০৯

সদস্য সচিব জানান যে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, খুলনা এর গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

(জ) গৃহীত অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

উপপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, খুলনা অঞ্চল

(ঝ) রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, খুলনা এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসন জোরদারকরনে সূচক ১.৩.১, ১.৪.১, ১.৫.১, ১.৮.১ বাস্তবায়নে পুলিশ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। আইন শৃংখলা রক্ষা ও জঙ্গী দমনে ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সূচক ২.৭.১ ও ২.৮.১ বাস্তবায়নে গণশুনানীর (ওপেন হাউজ ডে) আয়োজন এবং মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
সদস্য সচিব জানান যে, রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, খুলনা এর গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

(ঝ) গৃহীত অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, খুলনা রেঞ্জ, খুলনা

(ঞ) বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, খুলনাঃ
সমাজসেবা অধিদফতর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ১.২.১.ক, ১.২.১,খ, ২.২.১, ৩.১.১, ৩.২.১, ৩.২.২, ৪.ক.১ ও ৮.১.১ নং সুচক নিয়ে কাজ করছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২য় কিস্তির অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মাধ্যমে খুলনা বিভাগে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা

(ঞ) চলমান কর্মসূচিগুলোর ক্ষেত্রে সঠিক উপকারভোগী বাছাইক্রমে ভাতা/অনুদান বিতরণ করতে হবে। এছাড়া চলমান প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করাসহ বিষয়টি নিয়মিতভাবে মনিটরিং করতে হবে।

পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ

উপবৃত্তি সহ ১০(দশ) প্রকারের ভাতা/অনুদান জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরন চলমান রয়েছে।

উপকার ভোগীর তথ্যাদি নিম্নরূপ:

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত

বয়স্ক ভাতা	৭,৩৮,০২৬ জন
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	৩,৫৪,১২৮ জন
প্রতিবন্ধী ভাতা	৩,৮৫,৯৯০ জন
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ভাতা	৭,০৩৪ জন
হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভাতা	৫৫৮ জন
বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা	৫৩২ জন
প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি	৮৮৭২ জন
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি	৪৮২৪ জন
বেদে জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি	৭৬১ জন
হিজড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি	২৩ জন
ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিলোসিস, স্ট্রোকে প্যালারইসিস, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের অর্থিক সহায়তা	২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত সকল অর্থ বিতরন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২৫-২৬ অর্থ বছরের ১ম কিস্তির বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বিতরণ কার্যক্রম চলমান।

এছাড়া পল্লী ও শহর সমাজসেবা ও পল্লী মাতৃকেন্দ্রের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহে নিবাসীদের খোরাকী ও পুনর্বাসন, বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরী, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রদত্ত অনুদান, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন, সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস, প্রতিবন্ধী, বিধবা, এতিম (দুস্থ, অসহায়, অনগ্রসর) ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, হাসপাতাল সমাজসেবার মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, কারাগারের অভ্যন্তরে এবং কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং, পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চলমান আছে।

(ট) সড়ক বিভাগের পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়,

চলমান এডিপিভুক্ত প্রকল্প, পিএমপি সড়ক/ব্রীজ কালভার্ট মেজর প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন রাস্তা/কালভার্ট/ব্রীজ এর নির্মাণ/মেরামত কাজ চলমান। সভায় খুলনা থেকে চুকনগর এবং খুলনা থেকে যশোর নওয়াপাড়া রোডের ঢালাইয়ের জন্য অনুমোদিত হয়েছে মর্মে জানানো হয়।

সদস্য সচিব জানান যে, সড়ক বিভাগের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

(ঠ) উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা এর প্রতিবেদন হতে জানা যায়ঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহঃ

১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর SDGs এর ১.১.১, ২.১.১, ২.১.২, ৫.৩.১ নং সুচক নিয়ে কাজ করছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬০ জনের মধ্যে ১৯.০০ লক্ষ টাকা মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে।

২) জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ১০০০ জনকে ৪২

ট) গৃহীত অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(ঠ) অধিক সংখ্যক নারীকে প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, খুলনা জোন, খুলনা

উপপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা

		লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩) মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১৯৪৯৭ (উনিশ হাজার চারশত সাতানব্বই) জনকে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। **(ড) বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, খুলনা এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়,** (১) খুলনা বিভাগের আওতাধীন ১০টি জেলার ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ভবন নির্মাণ সম্পাদান্তে অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। (২) অফিসের আঙ্গিনায় উন্মুক্ত স্থানে সেবা প্রত্যাশীদের জন্য টিভি মনিটরে ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে পাসপোর্ট আবেদন ফরম পূরণে নির্দেশনা অফিস চলাকালে সার্বক্ষণিক প্রচার করা হচ্ছে। সদস্য সচিব জানান যে, গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। **(ঢ) আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ব অধিদপ্তর, খুলনা এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়,** টেকসই উন্নয়ন অভীক্ষ এর ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১১.৪.১, নং সুচক নিয়ে কাজ করছে। শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ এবং প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	(ড) পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারীরা যেন দালালের হাতে হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। এছাড়া বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে। (ঢ) গৃহীত অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, খুলনা আঞ্চলিক পরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
০৬	জেলা পর্যায়ে নিজস্বভাবে গৃহীত অতিরিক্ত "+১" টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	এ বিষয়ে পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ জানান, ১৭টি অভীষ্টের বিপরীতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৩৯টি লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এর সঙ্গে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ১টি অতিরিক্ত সূচক স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা ভিত্তিক উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।	জেলা পর্যায়ে নিজস্বভাবে গৃহীত অতিরিক্ত "+১" টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের তথ্য জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সমস্যা থাকলে চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ
	১) খুলনা জেলা: "২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা	জেলা প্রশাসক, খুলনা জানান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, খুলনা এর তথ্যমতেঃ (১) নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। (২) রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম এর কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে, কাজের অগ্রগতি ১০০%। (৩) কমিউনিটি বেইজড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের আওতায় গভীর নলকূপ স্থাপন, ওভারহেড ট্যাংক স্থাপন এবং সরবরাহ লাইন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৫৬%। (৪) উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৬৭%। (৫) মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্পের আওতায় স্মল পাইপ ও ওয়াটার সাপ্লাই এর কাজের অগ্রগতি ৫৭%।	২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, খুলনা ও নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, খুলনা

<table>
<tr><td></td><td>উল্লেখযোগ্য পরিমান কমিয়ে আনা”</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>২) বাগেরহাট জেলা: “পরিকল্পিতভাবে ভরাট ও দখল হওয়া নদী ও খাল খনন করে লবণাক্ততা দূরীকরণ”</td><td>জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাগেরহাট এর তথ্যমতে এ জেলায় পরিকল্পিতভাবে ভরাট ও দখল হওয়া নদী ও খাল খনন করে লবণাক্ততা দূরীকরণে নিম্নে উল্লেখিত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছেঃ
<table>
<tr><td>প্রকল্পের নাম</td><td>“বাগেরহাট জেলায় ৮৩ টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মোংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)”</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত অঙ্গসমূহ</td><td>৫টি নদী সহ মোট ৭৯টি নদী/খাল এর ২৬৩.৬৮১ কিঃমিঃ ড্রেজিং ও পুনঃখনন ।</td></tr>
<tr><td>প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা</td><td>বাগেরহাট সদর, রামপাল, মোংলা।</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল</td><td>ডিসেম্বর/ ২০১৬ হতে জুন/২০২২</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের মোট ব্যয়</td><td>১৭৫১২.৮৩ (লক্ষ) টাকা।</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>প্রকল্পের নাম</td><td>বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)</td></tr>
<tr><td>প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা</td><td>ফকিরহাট, মোল্লাহাট, চীতলমারী</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত অঙ্গসমূহ</td><td>১। ৫৩ টি খালের ১৬৮.০৩৭ কিঃমিঃ পুনঃখনন
২। ৫টি নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন (পুরাতন মধুমতি, মরাচিত্রা, হক-ক্যানলে ও ভৈরব নদী পুনঃখনন-৬০.৪০০ কিঃমিঃ)
৩। নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ ১.৭৫৮কিঃমিঃ
৪। ০৫ টি রেগুলেটর নির্মাণ এবং
৫। ২১ টি বিদ্যমান রেগুলেটর/স্লুইস মেরামত।</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল</td><td>অক্টোবর/ ২০১৫ হতে জুন/২০২২।</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের মোট ব্যয়</td><td>১৯৪৭৭.৯৪ (লক্ষ) টাকা।</td></tr>
<tr><td>প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা</td><td>বাগেরহাট সদর, মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা, ফকিরহাট, কচুয়া, চীতলমারী, মোল্লাহাট</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত অঙ্গসমূহ</td><td>বাগেরহাট জেলায়
১। নদী পুনঃখনন = ১১.০০ কিঃ মিঃ।
২। খাল পুনঃখনন = ৯৬.০০ কিঃ মিঃ।</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল</td><td>নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ হতে জুন , ২০২৩ খ্রিঃ</td></tr>
</table></td><td>পরিকল্পিতভাবে ভরাট ও দখল হওয়া নদী ও খাল খনন করে লবণাক্ততা দূরীকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ নদী খালের নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনে ড্রেজিং করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।</td><td>জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাগেরহাট।</td></tr>
</table>

		প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫০৬৯.০০ লক্ষ টাকা (বাগেরহাট জেলা)। বাগেরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় এ জেলায় পরিকল্পিতভাবে ভরাট ও দখল হওয়া নদী ও খাল খনন করে লবণাক্ততা দূরীকরনে নিম্নে উল্লিখিত কাজ চলমান রয়েছেঃ প্রকল্পের নাম: "পানগুছি নদীর ভাঙ্গন হতে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদর ও সংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ এবং বিশখালী নদী পুনঃখনন'' শীর্ষক প্রকল্প (চলমান)। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা: মোড়েলগঞ্জ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত অঙ্গসমূহ: ১। বিশখালী নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন ২৩.৭৩০ কিঃ মিঃ । ২। বিশখালী নদীর ৫ টি শাখা খাল মোট ১৮.৩০০ কিঃমিঃ পুনঃখনন কাজ। ৩। পানগুছি নদীর ডান/বাম তীর সংরক্ষণ কাজ ১০৩০০ মিটার এবং ৪। মোড়েলগঞ্জ ফেরীঘাট এলাকায় ইতোপূর্বে সম্পাদিত ৯৬২ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এর মেরামত সহ পুনর্বাসন কাজ। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট ব্যয়: ৬৫৮৮৩.১৮ লক্ষ টাকা সদস্য সচিব জানান যে, বাগেরহাট জেলার গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।		
	৩) **সাতক্ষীরা জেলা:** "সাতক্ষীরাকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে রুপান্তরকরণ''	জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, সাতক্ষীরা পর্যটন, ইকোট্যুরিজম, মৎস্য শিল্প এবং আম চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহীত স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সাতক্ষীরাকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছেঃ ক) সুন্দরবনসহ সম্ভাবনাময় পর্যটন স্থানগুলো চিহ্নিত করে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সাতক্ষীরায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন। খ) বিশেষ ইকোট্যুরিজম অঞ্চল গঠনের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন। গ) নদ-নদী, খাল, জলাধারসমূহের দখল পুনরুদ্ধার ও নাব্যতা ফিরিয়ে আনা। ঘ) আধুনিক মৎস্য চাষের পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের মাধ্যমে সাতক্ষীরার মৎস্যচাষের বিকাশ। ঙ) আমের বহুমাত্রিক ব্যবহার বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা। সদস্য সচিব জানান যে, জেলা পর্যায়ে নিজস্বভাবে গৃহীত অতিরিক্ত "+১" টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সাতক্ষীরা জেলা হতে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	সাতক্ষীরা জেলাকে অর্থনৈতিক অঞ্চলে রূপান্তরকরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে পর্যটন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর সাথে যোগাযোগক্রমে এ বিষয়ে টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।
	৪) **যশোর জেলা:**	জেলা প্রশাসক, যশোর এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, যশোর জেলায় হস্ত শিল্পের বিকাশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ	যশোর জেলায় হস্ত শিল্পের বিকাশে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং যথাসময়ে বাস্তবায়ন	জেলা প্রশাসক,

	"হস্ত শিল্পের বিকাশ"	বিষয়ে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হবে। সদস্য সচিব জানান যে, যশোর জেলার গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	করতে হবে। আগামী সভার পূর্বেই কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	যশোর
	৫) **ঝিনাইদহ জেলা:** "টেকসই কৃষির প্রসার: ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার"	জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা কৃষি অফিস, ঝিনাইদহ কর্তৃক খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ের হাওড়ে ৭০% ও অন্যান্য এলাকায় ৫০% ভর্তুকী মূল্যে কম্বাইন্ড হারভেস্টার ৩২টি, রিপার ৩৫টি এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ১৩ টিসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমনঃ পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, নিড়ানী, সিডার ক্রয় করার পরামর্শসহ অন্যান্য টেকনিক্যাল সাপোর্ট অব্যাহত আছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ঝিনাইদহে একটি সাইলো স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সদস্য সচিব জানান যে, সংশ্লিষ্ট শাখায় খোঁজ নিয়ে জানা যায় জেলায় গত ২২/১২/২০২৫ তারিখ এ সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু ০১/০১/২০২৬ তারিখ অবধি উক্ত সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের নিমিত্ত উপস্থাপন করা যায়নি।	কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা সৃজনসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। শস্য বহুমুখীকরণ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিমাণমত উৎপাদন এবং শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে হবে। গৃহীত কার্ক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ
	৬)**মাগুরা জেলা:** "অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি"	জেলা প্রশাসক, মাগুরা এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, মাগুরা জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগক্রমে এ বিষয়ে টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। মাগুরা জেলার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সদস্য সচিব জানান যে, জেলা পর্যায়ে নিজস্বভাবে গৃহীত অতিরিক্ত "+১" টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মাগুরা জেলা হতে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মাগুরা জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগক্রমে এ বিষয়ে টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত কার্ক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, মাগুরা
	৭) **নড়াইল জেলা:** "কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি"	জেলা প্রশাসক, নড়াইল এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নড়াইল এর তথ্যমতে, নড়াইল জেলায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে শ্রমঘন কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করার সম্ভবনা বিদ্যমান থাকায় এসডিজির স্থানীয় সূচক (৩৯+) হিসেবে ''কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি'' নির্ধারন কর হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রযোজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করছে। এছাড়াও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষিবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সদস্য সচিব জানান যে, নড়াইল জেলার গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, নড়াইল
	৮) **কুষ্টিয়া জেলা:** "বর্তমানে বিদ্যমান মোট তাঁত শিল্পের	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, কুষ্টিয়া জেলায় স্থানীয় বিদ্যামান তাঁত শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কুমারখালী উপজেলায় ১০০ একর জমিতে নতুন বিসিক এলাকা গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং কুমারখালী তাঁত ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে তাঁতীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩টি	গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া

	১৫% সম্প্রসারণকরণ-	হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সদস্য সচিব জানান যে, জেলা পর্যায়ে নিজস্বভাবে গৃহীত অতিরিক্ত "+১" টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কুষ্টিয়া জেলা হতে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।		
	৯) **চুয়াডাঙ্গা জেলা:** "বিজ্ঞান সম্মতভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালন, সম্প্রসারণ ও বেকারত্ব দূরীকরণ"	জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা জানান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা এর তথ্যমতে, ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়নে জেলার ০৪টি উপজেলায় National Agricultural Technology প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১১,২৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং উপকরণ প্রণোদনায় ২০৭ টি ঘাস কাটার যন্ত্র বিতরন করা হয়েছে। LDDP প্রকল্পের আওতায় ৪২০০জন খামারীকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে ও ২৭,১০৮টি গবাদীপশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। সরকারিভাবে ৫,৪২,৪৬০টি গরু, ছাগল, মুরগীকে ভ্যাকসিন করা হয়েছে। জেলায় বিজ্ঞান সম্মতভাবে ব্লাক বেঙ্গল ছাগল পালন, গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর চিকিৎসা, টিকাদান, কৃত্রিম প্রজননসহ অন্যান্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান আছে।	খামারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণদনা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত খামারীদের নির্বাচনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, চুয়াডাঙ্গা
	১০) মেহেরপুর জেলা: "৫০% শিক্ষিত যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা"	জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর এর পূর্বের প্রতিবেদন হতে জানা যায়, জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১০% এর উন্নীত করা, বেকার যুবকের সংখ্যা ১০% এর নিচে এবং বেকারত্বের হার ৩% এর নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। সদস্য সচিব জানান যে, জেলা পর্যায়ে নিজস্বভাবে গৃহীত অতিরিক্ত "+১" টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মেহেরপুর জেলা হতে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে	জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর
০৭	উপজেলা পর্যায়ে নিজস্বভাবে গৃহীত অতিরিক্ত "+১" টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন	এ বিষয়ে, পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ জানান, ১৭টি অভীষ্টের বিপরীতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৩৯টি লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের পাশাপাশি জেলার ন্যায় প্রতি উপজেলায় নির্দেশনা মোতাবেক জেলার অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বয় রেখে ১টি অতিরিক্ত সূচক স্থানীয় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নিজস্ব বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে, অর্থাৎ খুলনা বিভাগে ৫৯টি উপজেলায় ৫৯টি অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রতি উপজেলায় স্থানীয় বিবেচনায় গৃহীত লক্ষমাত্রা অর্জনের বিষয়ে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জেলা ও উপজেলা কমিটিতে নিয়মিতভাবে আলোচনা করতে হবে। গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে। গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরকে অবহিত করে সমস্যা সমাধান করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), খুলনা বিভাগ

০৮	বিভাগীয় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার কর্মপরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন	কমিশনার, খুলনা বিভাগ মহোদয় বলেন, এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের ২৩২টি সূচক অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত ৩৯টি লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ৩৯টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বিভাগীয় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা/লক্ষ্যমাত্রাসমূহ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভাগীয় দপ্তরসমূহের মধ্য হতে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ব অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর, খুলনা অফিস হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পাওয়া গেলেও অন্যান্য দপ্তরসমূহ হতে গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	যে সকল বিভাগীয় দপ্তর/সংস্থা তাদের কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা/ লক্ষ্যমাত্রা সমূহের বিপরীতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেনি তাদের দ্রুত ৩৯টি অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রার মধ্য হতে সংগতিপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা/ লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	বিভাগীয় দপ্তর/সংস্থার প্রধান (সকল), খুলনা বিভাগ
০৯	বিবিধ	সভাপতি- জেলা কমিটির এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন গুরুত্বসহকারে প্রস্তুতপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করেন। সদস্য সচিব জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নতুন ছক মোতাবেক Assessment of Implementation of Targets: SDGs সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। গৃহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা কমিটিকে এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন গুরুত্বসহকারে প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত একটি করে কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত নির্ধারিত ফরম্যাটে জেলার এসডিজিএস এর সমন্বিত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং বিভিন্ন সূচকে জেলার অগ্রগতি এসডিজিএস ট্র্যাকারে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় খুলনা ও জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ

২। সভাপতি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর সকল লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনে সকল উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি খাতে পরিচালিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করতে হবে। জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য সংস্থা/দপ্তর হতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং **একটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে অন্য লক্ষ্যমাত্রার সংযোগ ঘটাতে হবে।** এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জলাবদ্ধতা নিরসন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ কে লক্ষ্য করে কর্মপরিকল্পনা সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে এসডিজির অভীষ্ট এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গৃহীত ৩৯টি এবং স্থানীয়ভাবে গৃহীত +১টি মোট ৪০টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রাগুলো স্থায়ীকরণে উপযোগী প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৫/০১/২০২৪

মোঃ মোখতার আহমেদ
বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ
ও
সভাপতি, SDGs বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত খুলনা বিভাগীয় কমিটি, খুলনা।
ফোন :০২৪৭৭-২৮৫০০৩৫ (অফিস)

স্মারক নম্বর ৪১.২৪.৪০০০.০০০.০০০.০৫.০০০১.২৫. ০১ তারিখ: ০৫/০১/২০২৬ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা।

৪। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক/উন্নয়ন), খুলনা।

৫। .....

৬। জেলা প্রশাসক, খুলনা/ বাগেরহাট/ সাতক্ষীরা/ যশোর/ ঝিনাইদহ/ মাগুরা/ নড়াইল/ কুষ্টিয়া/ চুয়াডাঙ্গা/ মেহেরপুর।

৭। উপসচিব, কমিটি বিষয়ক অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। .....

৯। বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, কমিশনার, খুলনা বিভাগ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

05.01.2026

অনিন্দিতা রায়
পরিচালক (উপসচিব)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ
ও
সদস্য সচিব, SDGs বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত খুলনা বিভাগীয় কমিটি, খুলনা।